সংবাদ

006

তারিখ ..2../2./.85...
পৃষ্ঠা... 1 ... কলাম ...2...

'তালপাতা ক্লাস'

।। মোনাজাতউদ্দিন ।।

এমন এক সময় ছিল, যখন কাগজের বদলে ছেলেমেয়েরা তালপাতায় লিখতো। সে আমলে তালপাতায় লেখা পুঁথি কিংবা অন্য কোন পাণ্ডুলিপি কোন কোন যাদুঘরে এখনো দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু হালের আধুনিক সমাজে এই দেশেরই কোথাও কোন স্কুলে তালপাতা ব্যবহারের কথা যদি শোনেন, তাহলে অবাক হবার কথা বৈকি।

গোপালগঞ্জ। এরই একটি ইউনিয়ন বৌলতলী। টেকেরহাট থেকে গোপালগঞ্জ সদরে যাবার পথের ধারে চোখে পড়বে গাব্ধিয়া সুর পশ্চিমপাড়া বিদ্যালয়'। না, এটা কোন সরকারী প্রাইমারী স্কুল নয়, সরকারী স্কুল আছে এ থেকে আরো কিছুটা তফাতে।

"গাব্ধিয়া সুর পশ্চিমপাড়া বিদ্যালয়ে" আছে ৪টি শ্রেণী। এরই একটা শ্রেণীর নাম "তালপাতা ক্লাস"। ক্লাসে ছাত্রছাত্রী ৬০ জন, দৈনিক উপস্থিত থাকে জনা বিশেক। এই তালপাতা ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা কাগজে লেখে না, কিংবা লেখে না শ্লেটে। তারা ব্যবহার করে শুকনো তালপাতা। তালপাতাতেই তাদের

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

তালপাতা ক্লাস

(১ম পাতার পর)

বর্ণ লেখা শুরু হয়। এ এলাকায় আছে প্রচুর তালগাছ, পাতা সংগ্রহ করা তাই সমস্যার নয়।

তালপাতা কেটে কেটে তারা লম্বা লম্বা করে, তারপর সেদ্ধ করে শুকানোর পর লেখে তাতে। কাঠ-কয়লা গুঁড়ো করে কালি বানায় তারা এবং কলম হিসেবে ব্যবহার করে সরু কঞ্চি কিংবা নলখাগড়া, চোখা করে। একবার লেখা হলে তা ধুয়ে ফেলা যায়, আবার বর্ণ লেখা যায় তাতে।

তালপাতা ক্লাসের পাঠ শেষ হলে ছাত্রছাত্রীরা প্রথম শ্রেণীতে ওঠে, তারপর পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীতে। প্রথম শ্রেণীতে উঠলে পরে ছাত্রছাত্রীরা শ্লেট ব্যবহার করে।

স্কুলটিতে শিক্ষক একজনই, শ্রী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, তিনি এই স্কুলে গোড়া থেকে আছেন। তিনি গ্রামেরই এক বাড়ীতে লজিং থাকেন। গ্রামের লোকজন চাঁদা করে শিক্ষক সাহেবের বেতন দেন। দু'শ' টাকা বেতন।

একটা খালের ধারে বটগাছের নীচে এই স্কুলটি। গ্রামের লোকজনদের উদ্যোগে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং গরীব পরিবারগুলোর সন্তানরা পড়তে আসে। স্কুলটির খুঁটির ওপর চাল আছে, তবে চারদিকের বেড়া নেই। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের বসবার জন্যে বেঞ্চ নেই চটের ছালা বিছিয়ে বসে তারা। সেখান থেকেই রোদজ্বলা দুপুরে এক দঙ্গল কচিকণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হয় নামতা : একেক্কে এক, দুইয়েক্কে দুই - - -।

গ্রামের ছেলেমেয়েরা সরকারী প্রাইমারী স্কুলে পড়তে যায় না কেন? জবাবে স্থানীয় লোকজন জানায়, সরকারী স্কুলটা নাকি ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছুটা দূর হয়।

দেশের বিশেষ করে শহর এলাকার শিক্ষাক্ষেত্রে কতো পরিবর্তন এসেছে। প্রাইমারী স্কুলের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে এন্তার কিণ্ডার গার্টেন, ইংরেজী-আরবী 'মিডিয়াম' স্কুল। বইপত্র যেমন পাল্টাচ্ছে তেমনি আবার ছেলেমেয়েরা লিখছে উন্নতমানের কাগজে-কলমে।

এই অবস্থার মুখে "প্লে গ্রুপ", "কেজি-ওয়ান," "কেজি-টু"র পাশাপাশি কেউ যদি "তালপাতা ক্লাসে"র কথা শোনেন, অথবা শোনেন তালপাতায় কাঠ কয়লার কালি দিয়ে বর্ণ লেখার কথা, বাঁশের কঞ্চি কিংবা নলখাগড়ার কলম ব্যবহারের কথা, তাহলে গ্রামসমাজের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন রূপ নিয়ে ধরা দেবে? একবারও কি বোধ হবে না, কোন্ দিকে যাচ্ছে গ্রামসমাজের লেখাপড়ার পদ্ধতি।